সমকাল

তারিখ 04 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সিদ্ধিরগঞ্জে শিক্ষক সাসপেন্ড মান্দায় তদন্তের নির্দেশ

■ নারায়ণগঞ্জ ও মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি

জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইলে ৮৯ নম্বর তাঁতখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রইস উদ্দিনকে বিনামূল্যের বই টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণের অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই অভিযোগে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দিয়ে সেখানে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে নওগাঁর মান্দায় টাকা নিয়ে সরকারি বই বিতরণের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোববার সমকালের তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'বিনা মূল্যের বই পেতে ২০০ টাকা!' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন এ ব্যবস্থা নিয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) শাহীন আরা বেগম এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দা মাহফুজা বেগম এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিনামূল্যের বই পেতে টাকা

শনিবার স্কুলটির পরিচালনা কমিটির সদস্যরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যের বই বিতরণের জন্য প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২শ' টাকা করে আদায় করেন। অভিভাবকরা এর প্রতিবাদ করলে তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা। পরে অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন।

তবে টাকা নেওয়ার বিষয়ে কোনো কিছু জানেন না জানিয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রইস উদ্দিন বলেন, এ ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা ভালো বলতে পারবেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) সৈয়দা মাহফুজা বেগম বলেন, প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ওই স্কুলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বিনা মূল্যের বইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২শ' করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেন। ঘটনার সত্যতা জানার পর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হবে।

এদিকে নওগাঁর মান্দা এসসি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই বিতরণের সংবাদ গতকাল বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশের পর প্রশাসনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। ঘটনা তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক।

ইউএনও সাইফুর রহমান খান বিষয়টি তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিলের জন্য সকালে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস সালামকে দায়িত্ব দেন। ইউএনওর নির্দেশ উপেক্ষা করে বিভিন্ন অজুহাতে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। এরপর তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন করে একইদিন বিকেলে এসি ল্যান্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাইফুর রহমান খান জানান, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০০ করে টাকা নিয়ে বই বিতরণের সংবাদ দেখে বিষয়টি তদন্তের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস সালামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি।

পরে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন করে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজিবুল আলমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস সালাম বলেন, লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় তিনি পরিদর্শন করেননি।

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক বলেন, বিনা মূল্যের বই নিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনো প্রতিষ্ঠান ছিনিমিনি খেলবে, তা বরদাস্ত করা হবে না। মান্দা এসসি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ৪০০ সেট নতুন বই উত্তোলন করে। ২০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১০০ টাকা করে নিয়ে বই বিতরণ করেছেন প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক।